যত দূরেই যাও....

সিরাজুস সালেকিন

হঠাৎ করেই যেন একটা বর্জ্রপাত হোলো
অথবা আকাশ থেকে খসে পড়লো একটি তারা
পৃথিবী হারালো তার উজ্জলতা
ম্লান হোলো আকাশ, বাতাস, নদী আর ফুল।।
আকাশটা ছোট হয়ে আসলো, হারালো বিশালতা,
আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়লো
ওর কান্না যেন আর থামে না
বাতাস বহমানতা হারালো
নদী থেমে রইলো
ফুল ফুটলো না।
তোমাকে হারিয়ে প্রকৃতি এভাবেই শোক করলো।

যে যাবার সে তো যাবেই - তবুও কেন জানি মনে হয়
কিছু কিছু ঘটনা যদি সত্যি হোতো
কিছু কিছু মানুষ যদি অমর হোতো
আমরা হয়তো অনেক কিছু পেয়ে যেতাম সহসাই।।
তুমি তো শহীদ মিনারে শুয়ে ছিলে, যেন অখন্ড বিশ্রাম প্রয়োজন তোমার
তবুও আমাদের মনে কি প্রচন্ড শুন্যতা
এত কাছে থেকেও তুমি নেই
হাহাকার করে উঠলো সবাই, বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লো
তোমার আত্মজরা, সন্তানসম হাজার হাজার কিশোর-কিশোরী,
সাধারন মানুষ।
তোমাকে শেষবার দেখার জন্য জনতার মিছিল হয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
তোমার আত্মার শান্তির প্রার্থনায় লাখো মানুষের সমাগম
ফুলে ফুলে ভরে ওঠে তোমার শয্যা।
অনেকদিন এমন মিছিল আর জনতার সমাগম দেখেনি মানুষ।

কিই বা আছে পোড়া দেশটায়?
নষ্ট মানুষ, ভ্রষ্ট রাজনীতি, দলীয় বুদ্ধিজীবি
সততা-সভ্যতা-ভব্যতার আর বালাই নেই সেখানে।
ভালো মানুষ সে সমাজে ব্রাত্য।
তবুও এরই মাঝে কিছু কিছু ফুল ছিল
যে ফুল সুগন্ধ ছড়াতো,
আলো দিয়ে আমাদের আলোকিত করে রাখতো।
তেমনই একটা ফুল ছিলে তুমি
তোমাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মৌ-লোভী ভ্রমর
মধু খাবার লোভে ভীড় জমাতো তোমার আশেপাশে।
তাদের বুকে তুমি স্বদেশের ভাষাকে
এর মানুষকে, এর মানচিত্রকে একে দিলে
গভীর এক মমতায়।
এ দেশে এ কাজটি একমাত্র তোমাকে দিয়েই সম্ভব হোয়েছিল।

কি যাদু ছিল তোমার ওই হাতে।
যে হাতে রচিত হয়েছে অসামান্য সব উপাখ্যান।
সাদামাটা সব মানুষগুলিকে
তোমার গল্পে তুমি সামনে নিয়ে এসেছো।
বুঝিয়ে দিয়েছো - ওরাই আসল মানুষ, ওরাই প্রণম্য।।

আজ এই শীতের প্রসন্ন সকালে
আমি শুধু আলো খুজছি, সেই সাথে খুজছি তোমাকে
তুমি নেই, আজ আলো নেই।
হে বন্ধু, যত দূরেই যাও
মনে কোরো আমরা তোমার কাছেই আছি।
তোমাকে ঘিরে থাকবো - তোমাকে নিয়ে থাকবো।।